জীবিকার সন্ধানে

পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আনুমানিক দুবৎসর পর (১৯ বৎসর বয়সে) সৈয়দ আহমদ সাহেব জীবিকার অণুসন্ধানে লাক্ষ্মৌ গমন করেন। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমবারের মত লাক্ষ্মৌ আগমন করেন। লাক্ষ্মৌ ছিলো শিয়া-সুন্নী মতবিরোধের প্রাণ কেন্দ্র।

জনাব মির্জা হায়রতের ভাষায়-

"এযাবৎ শিয়া-সুন্নী দ্বন্দের বিষয়ে সৈয়দ সাহেবের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। তিনি জানতেন-ই না যে, শিয়াদের ধর্মীয় মূলনীতিগুলো কি এবং সুন্নীদের ধর্মীয় আকিদার মূল -নীতি কি? কেবল দুচারটি কথা জানা ছিল- যা সাধারন লেখাপড়া জানা প্রত্যেকেই জানে। বেচারা অধিকাংশ ধর্মীয় মাঁর-প্যাঁচ সম্পর্কেই অজ্ঞ ছিলেন" (মির্জা হায়রত দেহলভীর হায়াতে তাইয়েবা পৃঃ ৩৪৮)।

সৈয়দ সাহেবের অজ্ঞতা এবং বুদ্ধিহীনতার ব্যাপারে **মির্জা হায়রতের নিম্মোক্ত বাক্যগুলো আর একবার পড়ুন এবং চিন্তা করুন।**

"যখন সৈয়দ সাহেব চাকুরীর জন্য জনৈক আমীরের কাছে গেলেন, তখন উক্ত আমীর প্রথম প্রশ্ন করলেন- আপনি খারেজী, না কি শিয়িয়ানে আলী? এই দুটি শব্দ ছিল সৈয়দ সাহেবের নিকট বিলকুল নতুন। খারেজী নামটি তিনি কখনও শোনেন নি। শিয়া শব্দটি সম্পর্কে যদিও পূর্ব পরিচিতি ছিল- কিন্তু শিয়িয়ানে আলী শব্দটি এযাবৎ তার কানে পৌঁছেনি। তিনি পেরেশান হয়ে পড়লেন যে, আমীর সাহেব যে প্রশ্ন করেছেন- তার অর্থ কি হবে- এটা তো তার জানা নেই" (মির্জা হায়রত দেহলভীর হায়াতে তাইয়েবা পৃঃ ৩৯৬)।

সৈয়দ সাহেবের এই লাক্ষ্মৌ সফরটি ইলম অনুসন্ধানের সফর ছিলনা এবং বিদ্যার সাথে এর কোন সম্পর্কও ছিলনা। এটা ছিল খাটি জীবিকা অন্বেষনের সফর। সৈয়দ সাহেবের সঙ্গী সাথীরা মেহনত ও পরিশ্রম করে রাত্রির খাওয়ার বুটী যোগাড় করতো। সৈয়দ সাহেবের ঐ সময়ের অবস্থা কি ছিল- সে সম্পর্কে **তার ভাগিনা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী- যিনি বয়সে ছিলেন তার চেয়ে বড়- তিনি লিখেন-**

"লাক্ষ্মৌর এক শরীফ ব্যক্তি সৈয়দ সাহেবের জন্য দু'বেলার খানা নিজ ঘর থেকে নির্ধারিত করেন। সৈয়দ সাহেব বন্ধুদের সাথে গিয়ে নিজের দু'বেলার নির্ধারিত খানা নিয়ে আসতেন" (সৈয়দ মুহাম্মদ আলীর মাখজানে আহমদী পৃঃ ১৩)।